দৈনিক ইত্তেফাক

2.0 MAR 2008

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি আলোচনা করেই বাস্তবায়ন করা হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা অনিয়ম দূর ও উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করছে। অধ্যাদেশটির সংশোধিত খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খুব শিগগির এটি অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে উপস্থাপন করা হবে। শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিলুর রহমান বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ-ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

এ সময় তিনি আরো জানান, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি কার্যকর করার বিষয়ে সরকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবে। সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সরকার আগামী বছর থেকে এ ব্যবস্থা চালু করতে চাইলেও এ জন্য প্রস্তুতি না থাকায় অনেকে এর কার্যকারিতা পেছানোর দাবি করছে। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ও ভাবছে। সকলের স
আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

উপদেষ্টার সভাপতিত্বে শিক্ষা স
মমতাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা
অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, বিশ্ববিদ্যালয় ম
কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যা
নজরুল ইসলাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রা
উপাচার্য অধ্যাপক এম শমসের আলীসহ বি
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ইউনেস্কোর প্রতিনি
সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে হোসেন জিলুর রহ
সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার মান উ

করা না গেলে বিশ্বায়নের যুগে বাংলা
যাবে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলে
সদর দপ্তরে বাংলাদেশের জন্য
রয়েছে। কিন্তু যোগ্য প্রার্থী না থাকায়
পদই ২৩ বছরেও আমরা পূরণ ক
তবে সরকার ওই তিনটি পদ
বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আশা করি যোগ্য
যাবে।

তিনি জানান, সরকার বেস
প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে কাজ করে
'বাণিজ্যে পরিণত না হয়, সে
সরকারের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশে
বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন
নেয়া হয়েছে। কোচিং সেন্টারগুলো
আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে।